বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
নজরুল ও শৈলজানন্দ	০৯
মুজফ্‌ফর আহমদের দৃষ্টিতে নজরুল	৩১
নজরুল ও মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ঃ সওগাত সম্পাদক	৯০
নজরুলের সাহিত্যচর্চা এবং 'সওগাত'	১৩৫
নন্দিত নজরুল-সমকালে	১৩৯
নজরুলের গানের ভুবন ঃ সমকালে	১৬১
কল্লোল যুগে নজরুল	২২০
সাংবাদিকতায় নজরুল	২৪২
বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নজরুল	২৭২
নিষিদ্ধ নজরুল ঃ সমকালে এবং অতঃপর	২৮৩
জাতির পক্ষ থেকে নজরুলের সংবর্ধনা	৩১৬
সিরাজগঞ্জে নজরুলের ঐতিহাসিক গণসংবর্ধনা এবং নজরুলের "যৌবনের গান"	৩২৬

ভূমিকা

অসাধারণ এবং বিস্ময়কর প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। বিস্ময়করভাবেই কাঁপিয়ে রেখেছিলেন ইংরেজ আধিপত্যকালে গোটা ভারতবর্ষকে, দুই বাংলাতে তো বটেই। বিদ্রোহ এবং প্রতিবাদের ঝড় নিয়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন শোষিত এবং নির্যাতিত মানুষদের সঙ্গে নিয়ে। তৎকালীন অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি ছিলেন নজরুল। 'ধূমকেতু'তে বজ্রের ভাষায় তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন ভারত মুক্তির--দুশো বছরের পরাধীনতা এবং গোলামী থেকে বৃটিশ হটাবার মন্ত্রে। কাব্যে, সাহিত্যে-সংগীতে এবং সাংবাদিকতায় এক অবিস্মরণীয় দ্রোহের প্রতীক হয়ে দুই বাংলায় তিনি ছিলেন রাজাধিরাজ। রবীন্দ্রসাম্রাজ্যে জন্ম নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে মাথায় রেখেই তাঁর দুর্বার অগ্রযাত্রা থেমে থাকে নি তাঁর নিশ্চুপ-নিশ্চল এবং বাকহীন অসুস্থতার পূর্ব-পর্যন্ত।

এ কথাগুলোই সপ্রমাণিত হয়েছে তাঁকে নিয়ে লেখা তাঁর সমকালের কবি-সাহিত্যিক, সংগীতশিল্পী এবং বুদ্ধিজীবীদের রচনায়। এ গ্রন্থ পাঠেই উপর্যুক্ত বক্তব্যের স্বাক্ষর মিলবে।

দেশ-বিভাগের যন্ত্রণার অভিব্যক্তি নিয়ে লেখা একটি কবিতায় সান্ত্বনার বাণী এমনিভাবেই প্রকাশ করেছিলেন অন্নদাশংকর রায় যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বাঙালী জাতির বিভক্তি তাঁর দৃষ্টিতে একটি মহাভুল ছিল। কিন্তু দু'বাঙলায় নজরুলের প্রতিষ্ঠায় তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে নজরুল বিভক্ত হন নি। নজরুলের চেতনায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের যে মিলনবাঁশী ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হয়েছিল তাঁর সমকালে এমনটি আর কারো রচনায় দেখা যায় নি। কিন্তু অন্নদাশংকর রায়ের এই বিশ্বাস মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছে বর্তমান কালে। কিছু সংখ্যক সংকীর্ণমনা এবং হীনচেতা কবি-সাহিত্যিক ও সংগীত ব্যবসায়ীদের কারণে নজরুল আজ দু'বাংলায় শুধু নিষিদ্ধই নন- বলা যেতে পারে তিনি নির্বাসিত।

সম্প্রতি ভারতের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলন মঞ্চের ব্যানারে বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, বেগম রোকেয়া, জসিমউদ্দিনসহ অনেক আধুনিক কবি ও উপন্যাসিকের ছবি ছিল। কিন্তু নজরুলের কোন ছবি ছিল না। বাংলাদেশের কয়েকজন যাঁরা এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের কারো কারো মনে বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু বিষয়টি উত্থাপন করা হলে আয়োজকবৃন্দ অসন্তুষ্ট হবেন এ মনে করে তাঁরা আর কিছুই বলেন নি। অত:পর বেশ কিছুদিন পরে জনৈক ভারতীয় অধ্যাপককে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি খুব চটে ওঠেন। তিনি নজরুলের কবি প্রতিভা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। নজরুল মুসলমান বিধায় এ প্রশ্ন উত্থাপন করার অর্থ একটি সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গিতে তাঁকে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা --এমন কথাই তিনি বলেছিলেন।

আমি যখন তাঁকে বললাম রবীন্দ্রনাথের সমকালে নজরুল খ্যাতির শীর্ষে উঠেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছেন। এর উত্তরে উক্ত ভারতীয় অধ্যাপক বললেন, নজরুল কি রবীন্দ্রনাথের মতো যোগ্য কবি? আমি খুব দুঃখ পেলাম। নজরুল আজীবন অসাম্প্রদায়িক। নজরুলের সমকালে কবি, সাহিত্যিক, সংগীত শিল্পী, রাজনীতিবিদ, দেশনায়ক সকলেই একবাক্যে নজরুলকে অসাম্প্রদায়িক ও হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত হিসেবে বুঝেছেন। এ প্রসঙ্গে দিলীপ কুমার রায় বলেন "কাজীর গান" সে একটা যুগ গেছে। মনে পড়ে রামমোহন লাইব্রেরীতে সুভাষ ও দেশবন্ধুর পদার্পণ। তার পরেই কাজীর আবির্ভাব ও ঝাকড়া চুল দুলিয়ে গাওয়া:

এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।

রামমোহন লাইব্রেরীতে, ওভারটুন হলে ও ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে আমি মাঝে মাঝেই চ্যারিটি কনসার্ট দিতাম নানা অর্থার্থে সাহায্যার্থে। সেবার ছিল বোধহয় ডেটিনিউদের সাহায্যার্থে ঠিক মনে নেই। তবে এটুকু ভুলতে পারিনি কাজীর এই শিকল পরার গানে দেশবন্ধু বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন– বিশেষ যখন সে গাইল;

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝনঝনা
ওরে মুক্তি পথের অগ্রদূতের চরণ বন্দনা
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।

দধীচির আত্মোৎসর্গের ফলেই দেবতাদের রাজ্য রক্ষা হয়েছিল। এই সার্থক উপমার কি তুলনা আছে? এই উপমার প্রেরণা আসে উপর থেকে, যাকে শ্রী অরবিন্দ তাঁর Future Poetry তে নাম দিয়েছেন শ্রুতি। --- কিন্তু যা বলছিলাম। দেশবন্ধুর চোখে জল চিকচিক করে উঠল, সুভাষের মুখ উঠল দীপ্ত হয়ে। এর পরে কাজীর মুখে বিদ্রোহী আবৃত্তি শুনেও সুভাষ মুগ্ধ হতো বরাবরই।

--- কাজী বিদ্রোহী কবি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নির্ভেজাল কবি। --- একটা টুকরো স্মৃতি মনে পড়ে গেল– সুভাষ একবার আমাকে বলেছিল: ভাই, জেলে যখন ওয়ার্ডার লোহার দরজা বন্ধ করে, তখন মন কী যে আকুলি বিকুলি করে কী বলব। তখন বারবার মনে পড়ে কাজীর ঐ গান:

কারার ঐ লোহকপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্তজমাট শিকল পূজার পাষাণবেদী।

--- সেদিনও দিল্লীতে নেতাজী স্মৃতিসভায় গেয়েছিলাম (ডিসেম্বর ১৯৬৪) কাজীর একটি গান, যা সুভাষ ভালবাসত:

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

কাজী যখনই এ গানটি গাইত মনে পড়ে সুভাষের মুখ আবেগে রাঙা হয়ে উঠত, বিশেষ করে সে শেষ স্তবকের দুটি অমর চরণ ধরতে না ধরতে:

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আমি অলক্ষে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন বলিদান?

(দিলীপ কুমার রায়, আলোর বাণীবহ নজরুল, দ্র. করুণাময় গোস্বামী নজরুল গীতি প্রসঙ্গ, ঢাকা ১৯৭৮, পৃ. ৫৮৯-৫৯১)

সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন এবং অন্যদের দ্বারা আয়োজিত জাতির পক্ষ থেকে নজরুলের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সুভাষচন্দ্র বসু নজরুল সম্বন্ধে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, এখানে তাঁর অংশবিশেষ উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

"--- নজরুলকে বিদ্রোহী বলা হয়-এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা স্পষ্ট বুঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব– তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব।

আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদা ঘুরে বেড়াই; বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র মত প্রাণ মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না। কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়- সমগ্র বাঙ্গালী জাতির।' এহেন কবির প্রতি অবমাননা প্রদর্শনের প্রতিবাদ করাকে যদি ওই ভারতীয় পশ্চিম বাংলার অধ্যাপক সাম্প্রদায়িক-দুষ্ট মনোভাব বলে ব্যক্ত করেন, তবে তাঁকে কি বলা যাবে। আমার এ গ্রন্থ পাঠের জন্য তাই তাঁকে অনুরোধ জানাই। প্রার্থনা করি তাঁর বোধোদয় হবে। আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলন শুধু কলকাতায় নয়, জাপনে ও ঢাকায় হয়েছিল, সেখানে আমার যাবার সুযোগ ঘটেনি। এখানেও যদি নজরুলের ছবি ব্যানারে না থেকে থাকে– যত দূর ধারনা, তাঁর ছবি ছিল না, তাহলে বলব বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এই সব কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা সঠিক কাজটি করেন নি।

আমরা ভুলিনি যে নজরুলের প্রতিভাকে সম্মান জানিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নজরুলের 'দারিদ্র্য' কবিতাটি তাঁর সমকালে ইন্টারমিডিয়েট বাংলা টেক্স্ট বই-এ অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট কৃতজ্ঞ এ কারণে যে তিনি নজরুলকে অসুস্থ অবস্থায় বাংলাদেশে এনে তাঁকে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা দিয়েছিলেন এবং আমৃত্যু তাঁকে বাংলাদেশে রেখে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন এবং মৃত্যুর পরে রাষ্ট্রীয় শোক পালন এবং কবির ইচ্ছানুযায়ী মসজিদের পাশে তাঁকে কবর দিয়েছিলেন।

আমার এ গ্রন্থ নজরুলের প্রতি অন্যায় বিদ্বেষ এবং অবমাননার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের গ্রন্থ। এ গ্রন্থ লিখতে গিয়ে নজরুলকে নূতন করে আবিষ্কার করেছি। অসাধারণ কবি এবং বিস্ময়কর সংগীত প্রতিভাসম্পন্ন গীতিকার, সুরকার এবং পরিচালক ছিলেন নজরুল।

শৈলজানন্দ, কমরেড মুজফফর আহমদ, সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, 'কল্লোল যুগে'র লেখাক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'নিষিদ্ধ নজরুলে'র লেখক শিশির কর এবং 'নজরুল গীতি প্রসঙ্গ' গ্রন্থের লেখক করুণাময় গোস্বামী সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এঁদের রচনা থেকেই নজরুলকে নিয়ে আমার এই মুল্যায়ন।

আমার এ গ্রন্থ রচনায় আমাকে দারুণভাবে উৎসাহিত করেছেন আমার এককালের সহকর্মী প্রফেসর আব্দুল মান্নান এবং যুগ্ম সচিব কাবেদুল ইসলাম। রূপান্তর প্রিন্টিং প্রেস ও পাবলিকেশন্স-এর ম্যানেজার মুস্তাফিজুর রহমান এ গ্রন্থের লেখাগুলোর অধিকাংশ টাইপ করেছেন। কিছু লেখা টাইপ করেছেন নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটি বিভাগের ল্যাব সহকারী মাহফুজ রানা। আমার কন্যা বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব সুলতানা আফরোজ উৎসাহ দিয়েছেন।

সর্বোপরি নদার্ন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, খুলনা ক্যাম্পাসের আমার সকল সহকর্মীবৃন্দ ও রূপান্তর প্রিন্টিং পাবলিকেশন্স-এর গৌরাঙ্গ পাল এবং নওরোজ সাহিত্য সম্ভারের অন্যতম স্বত্ত্বাধিকারী শাওন জর্জসহ আরও অনেকের কাছেই আমার কৃতজ্ঞতা।

আমার স্ত্রী মরহুমা অধ্যাপিকা সৈয়দা আমেনা করীম বেঁচে থাকলে তিনিই হতেন আমার প্রেরণাদাত্রী।

আমার আম্মা বেগম রহিমা খাতুনের কাছে থেকে সর্বপ্রথম নজরুলের সাহিত্য সম্পর্কে ছেলেবেলাতেই আমি প্রথম ধারনা পাই, বিশেষ করে শিশু সাহিত্যে নজরুল সম্পর্কে।

পরিশেষে আল্লাহপাকের নিকট আমার এই গ্রন্থ নিবেদিত এবং তাঁর অশেষ করুণা প্রত্যাশী আমি।

আনোয়ারুল করীম
সাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত ভাইস-চ্যান্সেলর ও ট্রেজারার,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
এবং ক্যাম্পাস প্রধান
নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
খুলনা ক্যাম্পাস
E-mail: dranwar.karim@yahoo.com